দর্শনায় রুপসা এক্সপ্রেস থেকে ১ কেজি হেরোইন উদ্ধার

চিলাহাটি থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন অভিযান চালিয়ে দর্শনা ৬ বিজিবি ১কেজি ১শ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করেছে।
জানাগেছে গতকাল বুধবার দুপুর ২ টার দিকে ৬ বিজিবির পরিচালক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি নেতৃত্বে অভিযান চালায় দর্শনা হল্ট ষ্টেশনে।

এ সময় দর্শনা বিওপি কমান্ডার সুবেদার নওশের আলী সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রুপসা এক্সপ্রেস ট্রেনে। এ সময় বিজিবি রুপসা এক্সপ্রেসের দ্বিতীয় বগির ভিতর ক্যারিয়ার এর উপর একটি স্কুল ব্যাগ দেখতে পায়। বিজিবি ব্যাগ তল্লাশি করে ১কেজি ১শ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করে।বিজিবি ব্যাগের মালিক না পাওয়ায় কাউকে আটক করতে পারেনী।

বিজিবি জানায় দর্শনা সীমান্তের পিলার ৭৭/২-এস হতে আনুমানিক ৩.৫ কিঃ মিঃবাংলাদেশের অভ্যন্তরে দর্শনা রেল ষ্টেশন থেকে এ হেরোইন আটক করে।এ ঘটনায় সুবেদার নওশের আলী বাদি হয়ে দর্শনা থানায় মামলার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাটি বহনকারির জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে গ্রামীণ সড়কে ভারী যানবাহন চালিয়ে মাটি পরিবহন করায় মোঃ কালু মিয়া নামের একজনকে বিশ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। কালু মিয়া আলমডাঙ্গা থানার উসলামপুর গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে।

বুধবার বেলা ১১ টার সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার(ভুমি) নাদির হোসেন

শামীম।

আদালত পরিচালনা কারি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাদির হোসেন শামীম জানান, গাংনী উপজেলার কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া গ্রামে মাটি কেটে ভাটায় নিয়ে যাচ্ছে এমন অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ইট প্রস্তত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর ৫(৪) ও ১৫ ধারায় তাকে জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহায়তা করেন গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

বিচারের নামে কোন বিচারক অবিচার করলে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে– প্রধান বিচারপতি

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেছেন, আমাদের সাংবিধানিক দায়িত্ব হলো এই দেশের জনগন যাতে স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে ন্যায় বিচার লাভ করেন। এই রাষ্ট্রের মালিক ১৭ কোটি মানুষ। এই ১৭ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪ কোটি মানুষ নিত্যদিন আদালত চত্বরে আসেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায়। যেহেতু এই রাষ্ট্রের মালিক জনগন, সেহেতু মানুষ যাতে আদালতে এসে স্বঃস্বিতে বসতে পারেন, তারা যাতে বুঝতে পারেন এই জায়গাটি তাদের। সেই জন্য প্রায় প্রতিটি জেলায় বিচারপ্রার্থীদের বিশ্রামাগার নির্মান করা হচ্ছে। এজন্য প্রধানমন্ত্রী ৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বুধবার দুপুরে ঝিনাইদহ আদালত প্রাঙ্গনে “ন্যায়কুঞ্জ” উদ্বোধন শেষে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আদালতগুলোতে যে মামলা জট সৃষ্টি হয়েছে তা দ্রুত ছাড়াতে বিচারকগনকে বলা হয়েছে, যাতে মানুষ ন্যায় বিচার পান। এদিকে ঝিনাইদহ আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে প্রধান বিচারপতি বলেন, বিচারের নামে কোন বিচারক যদি অবিচার করেন, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। বিচার বিভাগের কেউ দুর্নীতি করলে তাকে রাখা হবে না।

তিনি আরও বলেন, দুর্নীতি একটা ক্যান্সার। আমার হাতে পাঁচটা আঙ্গুল আছে। যদি একটি আঙ্গুলে ক্যান্সার হয় তাহলে বড় চিকিৎসা হচ্ছে সেটা কেটে ফেলা। তাই যে জজ বিচার বিক্রি করবে, সেই জজের আঙ্গুল কেটে ফেলতে আমি একটুও দ্বিধাবোধ করবো না। একজন জজ যদি বিচারের মাধ্যমে একজনের সম্পদ অন্যজনের দিয়ে দেন, তাহলে সে ডাকাতের চেয়েও খারাপ। তিনি বলেন, এমন অন্যায়ের জন্য আমরা যুদ্ধ করিনি। যদি কোন জজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পান, জানালে সাথে সাথে আমি ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

তিনি বলেন, ঝিনাইদহের বিষয়খালীর যুদ্ধ ইতিহাসের প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ যা আমরা ভুলতে পারব না। ১৯৭১ সালে বিষয়খালী ব্রিজের এইপাশে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছিলেন। আর অপরপাশে ছিল পাকিস্তানী বাহিনী। সেখানে দির্ঘ সময় পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল যা আমাদের ভুলবার নয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার এস কে এম তোফায়েল হাসান, জেলা প্রশাসক এস.এম রফিকুল ইসলাম, ঝিনাইদহ জেলা জজ নাজিমুদৌলা, পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান, আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আকিদুল ইসলাম, সরকারি কৌশুলী বিকাশ কুমার ঘোষ ও পিপি অ্যাডভোকেট ইসমাইল হোসেন বিচারাঙ্গনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দিনব্যাপী সেমিনার

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার সময় বাংলাদেশ পুলিশের সন্ত্রাস দমন ও আন্তর্জাতিক অপরাধ প্রতিরোধ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের সহযোগিতায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে চুয়াডাঙ্গা জেলায় কর্মরত দফাদার ও চৌকিদারদের অংশগ্রহণে ‘উগ্রবাদ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর করনীয়’ শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত আয়োজনে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

এ সময় তিনি বলেন, দেশে উগ্র জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমনে পুলিশ প্রশাসন ও জেলা প্রশাসনসহ দেশের সচেতন মানুষ প্রশাসনের সকল ইউনিটকে ব্যাপক সহযোগিতা করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষিত তরুন মেধাবী যুবক যুবতীরা ভুলকরে উগ্রবাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রমে জড়িয়ে পড়ছে। তবে সারা বিশ্বের সকল সোভ্যদেশে আজ সন্ত্রাসী হামলা হচ্ছে। এই উগ্রপন্থীর মূলহুতারা ধর্মের নামে ক্ষমতা বাস্তবায়নের জন্য তরুন শিক্ষিত যুবসমাজকে ব্যাবহার করছে। তাই সচেতন সকল নাগরিক ও অভিবাকদের তার সন্তানের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। আমরা যদি সকলে মিলে কাজ করি তবে উগ্রপন্থী জঙ্গি বাদ প্রতিহত করতে পারবো বলে জানান। আর এই জঙ্গিদের কার্যক্রমের গোপন তথ্য বা সংবাদ সাধারন মানুষের পাশাপাশি গণমাধ্যম কর্মীরা প্রচার করে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে সহায়তা করতে পারে বা তারা করছে। তাই সকলের প্রচেষ্টায় মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে সরকার যেমন কাজ করছে তার সাথে আমাদের সকলের সহযোগিতা প্রতাশা করেন। তাই আসুন সকলে মিলে উগ্রজঙ্গিবাদ প্রতিরোধ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) কবীর হোসেন। চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক খোকন, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ আবু তারেক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম ভূইয়া সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন ও চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তা বৃন্দ।

আলমডাঙ্গায় ২৮ পিস ইয়াবাসহ মাদক বিক্রেতা আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলার সাহেবপুর গ্রাম থেকে আঠাশ পিস ইয়াবাসহ হাফিজুর রহমান (৩০) নামে এক মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৫টায় তাকে আটক করা হয়। হাফিজুর রহমান উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের হাফিজুর রহমান। দীর্ঘদিন নিজ গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় খুচরা ইয়াবা বিক্রি করে। প্রত্যান্ত অঞ্চল হওয়ায় সে পুলিশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে হাফিজুর নিজ বাড়ি থেকে পাশের গ্রাম শালিকায় ইয়াবা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যায়। এসময় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। অভিযান পরিচালনা করে থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আমিনুর ইসলাম। এসময় শালিকা গ্রাম হাফিজুরকে আটক করে পুলিশ। তার শরীর তল্লাশী করে ২৮ পিস ইয়াবা উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান,- মাদক অভিযান চালিয়ে এক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। আটকৃত হাফিজুরের নামে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে

পুষ্পমাল্য অর্পণ করলেন প্রধান বিচারপতি

বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং স্মৃতিসৌধ চত্বরে একটি সফেদা চারা রোপণ করেন।

এ সময় তিনি বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুক্তিযুদ্ধের সূতিকাগার মেহেরপুর জেলার ঐতিহাসিক মুুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স এর বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী মঙ্গলবার (১১ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর জজকোর্ট চত্তরে বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন “ন্যায় কুঞ্জে”র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে বেলা ১২টার দিকে মুুজিবনগর পৌছালে উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

এসময় তিনি মুুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে অবস্থিত স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি স্মৃতিসৌধ চত্বরে একটি সফেদার চারা রোপন করেন।

পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্হাপনা ঘুরে-ঘুরে দেখেন এ সময় তার সাথে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার মোঃ সাইফুর রহমান, হাই কোর্ট বিচার বিভাগের রেজিস্টার এস কে এম তোফায়েল হাসান, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মোঃ শহিদুল্লাহ, জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, পুলিশ সুপার মোঃ রফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, জেলা ও দায়রা জজ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনালের বিচারক মোঃ তহিদুল ইসলাম, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আবু বক্কর সিদ্দিক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ এইচএম কবির হোসেন, সিনিয়র সরকারি জজ বেল্লাল হোসেন, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার সেলিম রেজা, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তরিকুল ইসলাম, বর্ণালী রানী, মেহেরপুর জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারূন জুয়েল, মুুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস, সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান

এ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম,মুুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মেহেদী রাসেলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের কোর্টগুলোতে প্রায় ৪০ লক্ষ মামলা বিচারাধীন—-প্রধান বিচারপতি

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশের সমস্ত কোর্টগুলোতে প্রায় ৪০ লক্ষ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলার জট কমাতে বিচারক এবং আইনজীবিগণ এক সাথে চেষ্টা করা হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার (১১ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর জজকোর্ট চত্তরে বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন “ন্যায়কুঞ্জে”র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধান বিচারপতি।

এসময় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার মো: তোফায়েল হাসান, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো: শহিদুল্লাহ, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, আইনজীবি সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী আরও বলেন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে গত বছর ৮২ হাজার মামলা ফাইল হয়েছে। মামলাগুলোর মধ্যে ৭৯ হাজার মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। অর্থাত নিস্পত্তি হয়েছে শতকরা ৯৫ ভাগ। জেলা পর্যায়ের জুডিসিয়ারীতেও যে মামলা ফাইল হয়েছে, অর্ধেকেরও বেশী জেলাতে কেস নিস্পত্তির সংখ্যা মামলা ফাইল যত হয়েছে তার চেয়ে বেশি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, এই দেশের ৪০ লক্ষ মামলার জন্য জাজের

সংখ্যা মাত্র দুই হাজার। এট খুবই অপ্রতুল। আমরা চেষ্টা করছি, নতুন বিচারক নেওয়ার। ইতোমধ্যে ১০২ জন বিচারক নেয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। পুলিশী তদন্তে আছেন তারা। আমরা এই বছরের মধ্যেই তাদের নিয়োগ দিতে পারবো। এছাড়া ১০০ জাজ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী আরও বলেন, আমরা আশাবাদি, বিচারকগণ পরিশ্রম করেই মামলাজট সুরাহা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আইনজীবীগণকে আদালতকে সহায়তা করার আহবান জানান। যাতে করে সবাই এক সাথে মামলাজটকে রিমুভ করতে পারি।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, এই দেশের মালিক জনগণ। প্রতিদিন আদালত প্রাঙ্গণে শত শত লোক বিচারের আশায় আসেন। তাদের বসার কোনো যায়গা নেই। এইসব চিন্তা ভাবনা করেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিচারপ্রার্থীরা যাতে আদালতে এসে একটু স্বস্তিতে বসতে পারেন। সেটাই আজকের এই “ন্যায় কুঞ্জে”র কনসেপট।

সেই বিবেচনা থেকেই সরকার আদালত প্রাঙ্গণে বিচাারপ্রার্র্থীদের বিশ্রামাগারের জন্য ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। সে টাকাতেই এই ন্যায় কুঞ্জ নির্মাণ। ৬৪ টি জেলায় প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। তবে, যেখানে লোকজন বেশী সমাগম হবে সেখানে একটু বেশী বরাদ্দ দেওয়া হবে। তুলনামুলক ছোট জেলাতে একটু কম বরাদ্দ হবে।

ঠিকাদারদের এবং প্রকৌশলীকে উদ্দ্যেশ্য করে প্রধান বিচারপতি বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য বিশ্রামাগার “ন্যায় কুঞ্জ” তৈরী করা হচ্ছে। তাই লক্ষ রাখবেন যেনো এই বরাদ্দের টাকাটা যাতে মিসইউস না হয়। এইসব অসহায় সাধারণ মানুষের দিকে তাকিয়ে দ্রুত এর নির্মাণ কাজ শেষ করারও আহবান জানান তিনি।

এর বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী মেহেরপুর সার্কিট হাউজে পৌছালে প্রথমে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম ও জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, আইনজীবী সমিতির পক্ষে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, মেহেরপুর পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি)’র পক্ষে অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্যসহ জেলা প্রশাসন ও জেলা জজকোর্টের বিচারকগণ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে একটি চৌকস দল প্রধান বিচারপতিকে গার্ড অফ অনার প্রদান করেন। পরে আদালত চত্তরে একটি কৃষ্ণচুড়া বৃক্ষরোপন করেন প্রধান বিচারপতি।

সকাল ৯ টার দিকে দিক মেহেরপুর জজ আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন নির্দেশনামুলক বক্তব্য রাখেন তিনি।

পরে তিনি মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন এবং চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন।

যুবলীগ নেতা সুইটসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী মামলা

মেহেরপুরে চাঁদাবাজীর অভিযোগে যুবলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান সুইটসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন আব্দুর বারী ফারুখ নামে এক ব্যক্তি। মামলার অপর আসামীরা হলেন সুইটের ভাই মো. লিভু ও মো. রানা।

গত ৭ এপ্রিল শুক্রবার মেহেরপুর সদর থানায় বাদী এ মামলা দায়ের করেন। আসামী সহিদুজামান সুইট (৩৬) ও মো. লিভু (৪০) শহরের পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ড পাড়াার মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে এবং মো. রানা (৩৫) একই পাড়ার মো. নজুর ছেলে।

লিখিত এজাহারে বাদীর অভিযোগ, আসামীগন মাদক ব্যবসায়ী ও চাঁদাবাজ প্রকৃতির লোক। তারা এলাকায় মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজী করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাদী মোদীখানার পাইকারী ব্যবসায়ী। বাদীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম আফিল ট্রেডার্স। বাদীর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি উক্ত জমি বিক্রয়ের জন্য ঘোষণা করিলে আসামীগন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় বাদীকে বলে জমি বিক্রয় করিলে আসামীকে চাঁদা দিতে হইবে নইলে জমি বিক্রয় করিতে পারবেন না জানায়।

গত ৩০ মার্চ অনুমান সকাল ১০টার দিকে আসামীগন বাদীর দোকানে ‘যান

এবং বাদীকে এবং বাদীর পরিবারের লোকজনদের খুন জখমের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া নগদ দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। বাদী মোদীখানার দোকান আফিল ট্রেডার্সের মধ্যে মোঃ সিরাজ ও মোঃ আঃ কুদ্দুস মেঘা উপস্থিতে ১নম্বর আসামী সহিদুজামান সুইট ও ৩ নম্বর আসামী মোঃ রানার হাতে নগদ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা চাঁদা দেন।

বাদী এজাহারে আরো বলেন, আসামীরা জমি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন সময় ক্রেতারা আসলে তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাড়িয়ে দেয়। জমি বিক্রয়ের সংবাদ পেয়ে আসামীগন বাদীকে এবং বাদীর ম্যানেজার সিরাজকে ৪এপ্রিল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সময় বাস ষ্ট্যান্ড পাড়ায় বাদীর জমির উপর মারতে যায় ও হুমকি দিয়ে বলে যে চার লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হবে বলে আসামীগন ভয়ভীতি হুমকী দিয়া চলে যায়।

দর্শনা সীমান্তে বিজিবির চোরাচালান বিরোধী অভিযানে

দর্শনা সীমান্তে বিজিবি অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে মালিকবিহীন অবস্থায় ২০ হাজার ইউএস ডলার ও রুপার গহনাসহ মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনস্থ জেলার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী ফুলবাড়ি সীমান্ত ফাঁড়ি অভিযান পরিচালনা করে এ ডলার উদ্ধার করে।

বিজিবি জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার অধিনস্থ দর্শনা সদর থানার অন্তর্গত ফুলবাড়ী সীমান্ত এলাকা দিয়ে ইউএস ডলার পাচার করা হবে মর্মে প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান, পিএসসি এর সার্বিক দিক-নির্দেশনায় ফুলবাড়ী সীমান্ত ফাঁড়ীর কমান্ডার নাঃ সুবেদার এনামুল কবিরের নেতৃত্বে ফুলবাড়ি সীমান্ত এলাকায়।

এসময় বিজিবি সশস্ত্র টহল দল সীমান্তের সীমান্ত পিলার ৮৬ হতে ১.৫

কিঃ মিঃ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফুলবাড়ি গ্রামের ফুলবাড়ী মাঠের মধ্যে এ্যাম্বুশ করে।

এরই একপর্যায় গতকাল সোমবার বেলা পৌনে ১১ টার দিকে একজন ব্যাক্তিকে একটি ব্যাগ হাতে ফুলবাড়ী মাঠের মধ্যে দিয়ে পার্শ্বের গ্রামের দিকে যেতে দেখলে বিজিবি টহলদল তার গতিরোধের চেষ্টা করে। ফলে বিজিবি সদস্যদেরকে উপস্থিতি টেরপেয়ে তার হাতে থাকা ব্যাগটি ফেলে দৌড় দেয়। পরবর্তীতে বিজিবি টহলদল পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তির ফেলে যাওয়া ব্যাগটি জব্দ করে ব্যাগের মধ্যে থাকা ২ টি ব্যান্ডেলে ১০০ ইউএস ডলার মানের ২০০টি নোট উদ্ধার করতে সক্ষম করতে হয়।

এ বিষয়ে দর্শনা থানায় মামলা করতঃ ইউএস ডলার চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকদের জানায় ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান। গত রবিবার দর্শনা সীমান্তে বিজিবির চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেছে। এ অভিযানে চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া মোটরসাকেলে অভিনব কায়দায় লুকিয়ে রাখা স্থান থেকে প্রায় ৫ কেজি রুপার গহনা উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি।

বিজিবি জানায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার অন্তর্গত সুলতানপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের মধ্যে দিয়ে রুপা পাচার করা হবে। এমন প্রাপ্ত বিশেষ তথ্যের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সুলতানপুর বিওপির টহল কমান্ডার হাবিলদার মোঃ আব্দুল মান্নান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সীমান্ত পিলার ৭৮/৬-আর হতে আনুমানিক ৪০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঝাঝাডাঙ্গা মাঝাপাড়া পুরাতন মসজিদের সামনে পাঁকা রাস্তার পার্শ্বে এ্যাম্বুশের জন্য অবস্থান করে। সময় আনুমানিক সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে অজ্ঞাত একজন ব্যক্তি ১টি মোটরসাইকেলযোগে দর্শনা এলাকার দিকে যেতে দেখে এবং বিজিবি সশস্ত্র টহলদল উক্ত মোটর সাইকেলটি গতিরোধ করলে মোটরসাইকেল আরোহী টহলদলকে দেখতে পেয়ে দ্রুত মোটর সাইকেলটি ফেলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে টহলদল মোটরসাইকেলটি জব্দ করে তাতে তল্লাশি করে মোটরসাইকেলের তেলের ট্যাংকির উপর সুতির গামছা দিয়ে মোড়ানো ৪ টি পলিথিনের ব্যাগ হতে ৪ কেজি ৯৮৫ গ্রাম (৪২৭.৩৮ ভরি) ওজনের রুপা এবং ১ টি মোটর সাইকেল আটক করতে সক্ষম হয়।

এ ব্যাপারে হাবিলদার মোঃ আব্দুল মান্নান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করতঃ আটককৃত রুপাগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার

কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বেলা সাড়ে ১১ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খানের সভাপতিত্বে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কার্যক্রম পর্যালোচনা, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান নিরোধ, অনিষ্পন্ন চোরাচালান মামলার নিষ্পত্তি ত্বরান্বিতকরণ, সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ, মানব পাচার প্রতিরোধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা, সড়কের শৃঙ্খলা, ফুটপাত হকারমুক্ত ও দখলমুক্ত, দ্রব্যমূল্য সহনশীল রাখা, পহেলা বৈশাখ, ঈদের জামাত ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়।

উক্ত সভায় আরোও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুন,চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জাহাঙ্গীর আলম মালিক, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা আইসিটি) কবির হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া সহ আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বৃন্দ সহ চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধিবৃন্দ, সুশীল সমাজের নেতৃবৃন্দ, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ ও জেলা প্রশাসকের কর্মকর্তাবৃন্দ।